ভোরের কাগজ

FEB. 19 2002 FEB 18 2002

ইতিহাস বিকৃতিকরণের সেরা নজির

'শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করায় ২৬ মার্চ রাতে তাকে গ্রেপ্তার করি' — টিক্কা খান। টিক্কা খান আরো বলেন, আমার কো-অর্ডিনেশন অফিসার একটি থ্রি-ব্যান্ড রেডিও এনে বললো, স্যার শুনুন, শেখ সাহেব স্বাধীনতার ঘোষণা করছেন। আমি নিজে রেডিওতে শেখ সাহেবকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে শুনলাম। কারণ শেখ সাহেবের কণ্ঠস্বর আমি ভালো করেই চিনতাম। যে ঘোষণা তখন দেশদ্রোহিতার শামিল ছিল। সে ক্ষেত্রে শেখ সাহেবকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া আমার কোনো বিকল্প ছিল না। ('মুক্তিযুদ্ধ হৃদয়ে মম'- মুসা সাদিক, পৃষ্ঠা-৩৫)

প্রশ্ন হচ্ছে, যদি শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা নাই দিয়ে থাকেন তবে তাকে গ্রেপ্তার করা হলো কেন? কি কারণে? যদি জিয়াউর রহমানই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে থাকেন তবে তাকে বাদ দিয়ে শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তারের হেতু কি? জিয়াই যদি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে থাকেন তবে পাকি জল্লাদরা জিয়াকে রেখে শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে কেন পাকিস্তানে নিয়ে গেলেন? তাদের তো জিয়াকে বন্দী কিংবা হত্যা করার কথা? দেশদ্রোহী বলে জিয়াকে হন্যে হয়ে খুঁজে বের করা এবং নির্মম শাস্তি দেওয়ার কথা। কিন্তু তবে কি পাকিস্তানি শোষকরা জিয়াকে কোনো ধর্তব্যের মধ্যেই ধরেননি? তাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং টার্গেট ছিল ঐ একমাত্র নেতা শেখ মুজিবকেই? পাকিস্তানিরা কি শেখ মুজিবকেই শুধু ঘোষক, সংগঠক, লিডার হিসেবে ভেবেছে এবং জেনেছে? একজন মেজর পদবির কোনো অখ্যাত ব্যক্তিকে নয়? পাকিস্তানি শাসকরা আলাপ-আলোচনা শেখ মুজিবের সঙ্গেই চালিয়ে গেছে কেন? মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পূর্বে। জিয়ার সঙ্গেই তো তাদের সকল আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার কথা! কিন্তু পাকিরা কি তা একবারো করেছে? যুদ্ধের অনিবার্যতা হঠাৎ করে শুরু হলো এবং মেজর জিয়া একদম হঠাৎ করেই স্বাধীনতার জন্য ঘোষণা দিয়ে দিলেন? এরূপ আষাঢ়ে গল্প পাগল আর অবোধ ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করানো যায়? কিন্তু বর্তমান মৌলবাদী জোট সরকার জাতিকে এবং শিক্ষার্থীদের 'জিয়া সুপ্রিম কমান্ডার এবং রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন স্বাধীনতার, ২৬ মার্চ।' এটা বিশ্বাস করাতে বাধ্য করছেন। কিন্তু মনের ওপর যে জোর খাটে না তা বুঝতে চায় না। জোর খাটে না ইতিহাসের ওপরও। ইতিহাস পূর্বেও বিকৃতিকরণ হয়েছে এখনো হচ্ছে এই সরকারের দ্বারা। কিন্তু এখন যা করছে সেটাকে বিকৃতি না বলে বরং বলা চলে বিকৃতকরণেরই এক ইতিহাস।

জাতিকে এই মিথ্যা থেকে বাঁচাতে হবে। এ লজ্জা ও কলঙ্কের ইতিহাস থেকে জাতিকে মুক্ত করতেই হবে— এ জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। মূলত মেজর জিয়া যখন পটিয়ায় অবস্থান করছিলেন তখন ২৭ মার্চ সকালে বেলাল মোহাম্মদ এবং মাহমুদ হোসেন একসঙ্গে মিলিত হয়ে পটিয়ায় গিয়ে জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ট্রান্সমিটার ভবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন এবং বেলাল মোহাম্মদ বেতারে মেজর জিয়াকে কিছু বলতে আহ্বান জানান। ২৭ মার্চ সকালে স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ থাকার কারণে সেদিন সন্ধ্যায় মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।

মনে রাখা প্রয়োজন, ২৬ তারিখ এম এ হান্নান আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে দুপুরে বেতারে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন।

সুতরাং বিকৃতিকরণের এই যে ইতিহাস এবং এই প্রচেষ্টা শুধু দুঃখজনক নয়, দুর্ভাগ্যজনকও বটে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই যে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রথম দিয়েছেন এটা দিনের মতো স্পষ্ট এবং সত্য। কারণ টিক্কা খানের নির্দেশে ২৬ মার্চ রাত ১.৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পূর্বে শেখ মুজিব 'অন এয়ার'-এ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। এটা স্পষ্ট হয় ১৯৭১ সালে ভারতে নিয়োজিত লন্ডনের দি ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা ডেভিড লোলকের লেখা বই 'পাকিস্তান ক্রাইসিস' থেকে। তিনি তার বইয়ের ৮৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ...After darkness fell on March 25, 1971. The voice of Sheikh Mujibur Rahman came faintly through on a wavelength close the official Pakistan Radio. In what must have been, And Sounder like, A pre-relorded message. The Sheikh proclaimed East Pakistan to be the People's Republic of Bangladesh. He called on Bengalis to go underground. To recognise and to attack the Invaders.

কাজেই বিকৃতিকরণের এক অনন্য নজির স্থাপনের দিকে আর নির্লজ্জভাবে এগিয়ে না গিয়ে সত্যের পথে স্থির থেকে স্বীকার করুন শেখ মুজিবই স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার ও ঘোষক, তিনি নির্বাচিত নেতা, তিনিই ইতিহাসের মহানায়ক, স্বাধীনতার দিকনির্দেশক বীরসেনানি।

দিদার হাসান
তেজগাঁও, ঢাকা।